দেশের রাজনীতির পালে নির্বাচনী হাওয়া লেগেছিল সপ্তা দুয়েক আগে। দেশের মানুষ স্বস্তি পেয়েছিল, অন্তত হরতাল, বোমাবাজি, মিছিলে গোলাগুলি আপাতত বন্ধ হবে। প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিরোধী দল যখন চাইবে তখনই তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। পরে আরও এগিয়ে এসে ১৭ এপ্রিল ক্ষমতা ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিরোধী চারদল বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ধারায় সরকার পতনের আন্দোলন চালাচ্ছিলো। কিন্তু জনসাধারণের কখনো মনে হয়নি যে এ ধরনের আন্দোলনে সরকার পড়বে। সরকারের ব্যর্থতার কোনো ইস্যুই বিরোধী দলগুলো জোরদার আন্দোলনে রূপ দিতে পারেনি। এ অবস্থায় সরকার আরও সুসংহত হয়ে প্রশাসনিক রদবদলের মাধ্যমে নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের নির্বাচন ঘোষণাকে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য সরকার পতন আন্দোলনের বিজয় হিসেবে অভিহিত করে। তারপরও অবস্থা ভালই চলছিল, প্রধান বিরোধীদল নেত্রী খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি, বিশেষ করে অস্ত্র উদ্ধারের আবেদন জানান। কিন্তু সবাই জানেন বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি ভালো অবস্থায় নেই। চারদলের ঐক্য প্রশ্নের সম্মুখীন, এরশাদের জাতীয় পার্টি সরকার পক্ষে ঝুঁকেছে। বিরোধী দলের প্রস্তুতির জন্য সময় চাই। তারা ঘোষণা দেন সরকার এর মধ্যে পদত্যাগ না করলে পতন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের ১,২,৩ তারিখ হরতাল দিয়েছেন। সরকারও কঠোর পথ ধরে তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে বলেন, পারলে আমাদের টেনে নামান। ফলে নির্বাচনী হাওয়ায় রাজনীতির পাল ছিঁড়ে গেছে, দেশ চলেছে সংঘাতের দিকে। আমরা আশা করব, গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থে উভয় পক্ষ সুস্থির হবেন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

বাংলাদেশের অডিও শিল্পে মমতাজ এক বিস্ময়কর নাম। তার গানকে পুঁজি করে গত আট বছরে এক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গ্রামীণ জনতার কাছে তিনি এক অবিস্মরণীয় শিল্পী। দেশের বাণিজ্যে এবং সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতায় আজ মমতাজ অপরিহার্য এক পারফরমার। সাপ্তাহিক ২০০০ তাই মুখোমুখি হয়েছে মমতাজের।